সমকাল

তারিখ 20 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

মাধ্যমিক শিক্ষায় বিশ্বব্যাংকের ৫১ কোটি ডলার ঋণ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের ফলাফলের উন্নতির জন্য কর্মসূচিতে বিশ্বব্যাংক ৫১ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় চার হাজার ২০০ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস গতকাল এ তথ্য জানায়।

মাধ্যমিক শিক্ষায় ভালো ফলের জন্য সরকারের এ কর্মসূচিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটানো হবে। একই সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং ঝরে না পড়ে তার জন্য এ কর্মসূচিতে বিশেষ উদ্যোগ রয়েছে। ছাত্রী এবং দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হবে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান বলেন, ১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সহায়তা করছে। এখন বাংলাদেশ হচ্ছে মাত্র কয়েকটি নিম্ন এবং নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের অন্যতম, যারা মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করতে পেরেছে। বাংলাদেশের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হলো, গুণগত মানের শিক্ষা এবং একই সঙ্গে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

বিশ্বব্যাংকের নমনীয় ঋণপ্রদানকারী অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আইডিএর এ ঋণ ৩৮ বছরে পরিশোধ করতে হবে। ছয় বছর পর্যন্ত কোনো কিস্তি দেওয়া লাগবে না। বিশ্বব্যাংকের এ ঋণে কোনো সুদ নেই। ঋণের সার্ভিস চার্জ মাত্র শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ২৬ বিলিয়ন ডলার সুদমুক্ত ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশেরও কম মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশের কম শিক্ষার্থী এসএসসি শেষ করে। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের মতো মৌলিক বিষয়ে অনেক শিক্ষার্থীর জানাশোনা যথার্থ মানের নয়। যেমন ২০১৫ সালে অষ্টম শ্রেণীর প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী অংকে খুব খারাপ ফলাফল করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিবেচনায় বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে সরকারি বিনিয়োগ কম।